শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নেত্রকোনা

প্রকাশিত: ১২:৫৭, ১২ আগস্ট ২০২৪

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়

১১ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করেছেন নেত্রকোনার শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেহাবি) উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ড. গোলাম কবীর। এখন বিশ্ববিদ্যালয়টির আরও দুই কর্মকর্তার পদত্যাগ ও বহিষ্কার দাবি করছেন শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, ভিসি অধ্যাপক ড. গোলাম কবীর রবিবার বিকেলে রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠান।

এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জড়িত শিক্ষার্থীরা গত বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনার নাম পরিবর্তন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দলভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ, দুই মাসের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাস চালুসহ ১১ দফা দাবি পূরণের নিশ্চয়তা দিতে ভিসিকে ৭২ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয়।

ভিসি অধ্যাপক ড. গোলাম কবীর বলেন, ‘ইতিমধ্যে ৩০তম সিন্ডিকেট সভা ডেকে তাৎক্ষণিক পূরণযোগ্য দাবিগুলো পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নির্বাহী আদেশ ও সংশ্লিষ্ট উর্ধতন

কর্তৃপক্ষের অনুমতি এবং প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া বাদবাকি দাবিগুলো এ মুহূর্তে পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই বিশ^বিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি কামনা করে আমি পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি।'

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ১১ দফা দাবি পূরণ না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা এখন আরও দুই কর্মকর্তার পদত্যাগ এবং বহিস্কার দাবি করছেন। তারা হলেন: মাত্র দুই মাস আগে নিয়োগ পাওয়া ট্রেজারার ড. পিএম সফিকুল ইসলাম এবং বর্তমানে পিএস টু ভিসির দায়িত্বে থাকা জনসংযোগ কর্মকর্তা এনামূল হক আরাফাত। এসব দাবিতে সোমবারও একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেয়নি শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও সংহতি রয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, ট্রেজারার ও জনসংযোগ কর্মকর্তা কয়েকদিন ধরে অফিস করছেন না।

২০১৭ সালের ৩০ জানুয়ারি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে নেত্রকোনায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে জেলা সদরের রাজুরবাজার এলাকার সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) অস্থায়ী ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চলছে। নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়ায় প্রায় সাত বছরেও বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। নির্মাণ কাজে ব্যাপক ধীরগতির অভিযোগ রয়েছে।